দুই দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন।

উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহমূলক প্রতিষ্ঠান, জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়ার ধারাবাহিক কার্যক্রমের অন্যতম হলো, তালিবে ইলমদের যোগ্যরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফনের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে মুহাযারা পেশ করা। বিভিন্ন দাওয়াতী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা। এর মাধ্যমে তালিবে ইলমদের যোগ্য দাঈরূপে গড়ে তোলা।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ও ২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী মোতাবেক ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দুই দিনব্যাপী ইসলামী আকীদা, আধুনিক বাদ-মতবাদ, খতমে নবুওয়ত কাদিয়ানী মতবাদ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী দারস ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত এর উসতায, মুনাযিরে যামান, অল ইন্ডিয়া মাজলিসে তাহাফ্ফুজে খতমে নুবুওয়তের নায়েবে নাযেম, হযরত মাওলানা শাহ আলম গৌরকপুরী হাফিযাহুল্লাহ।

কর্মশালায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতেই সম্মানিত প্রধান মেহমান ও প্রশিক্ষক, হযরত মাওলানা শাহ আলম গৌরকপুরী হাফিযাহুল্লাহ স্বত:স্ফূর্ত হয়ে জামিআয় তাশরীফ আনেন। এসময় মেহমানকে তারানায়ে ইস্তিকবালের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

পূর্বেই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহীদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। এবং পূর্ণ দুইদিনের বিষয় ও সময়সূচি অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে হাতে পৌঁছানো হয়।

২৩ শে রবিউল আউয়াল রোজ বুধবার সকাল ৯ ঘটিকায় পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর জামিআর মুহতারাম মুদীর, মাওলানা সাঈদুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ উর্দূতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর জামিআর সম্মানিত সদর ও প্রধান, বিশিষ্ট আলোচক ও প্রশিক্ষক, শায়খ মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের

উদ্দেশ্যে কর্মশালা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ও বাতিল ফিরকার অধ্যয়ন সংক্রান্ত গভীর মূলনীতি নিয়ে তাথ্যিক আলোচনা পেশ করেন।

এরপর প্রধান মেহমান ও প্রশিক্ষক, হযরত মাওলানা শাহ আলম গৌরকপুরী হাফিযাহুল্লাহ দারসে উপবিষ্ট হন। হযরত দুইদিনে মোট পাঁচটি দারস প্রদান করেন। তন্মধ্যে চারটি দারস খতমে নবুওয়াত ও রদ্দে কাদিয়ানিয়্যাত সম্পর্কে, একটি দীর্ঘ দারস ইলমুল কালামের উপর।

رد قادیانیت کے زریں اصول এর উপর বিশেষ দারস প্রদান করেন। কাদিয়ানি মতবাদ খণ্ডনের এক অভিনব ও কার্যকরী পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। তাদের কিতাব থেকেই তাদের খণ্ডন করা। তিনি প্রজেক্টর ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে এই পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন। যেখানে মির্যা কাদিয়ানির নাম, বংশনামা ইত্যাদি বিষয় থেকে শক্তভাবে রদ করেন। যাতে তার মুখোশ খুলে পড়ে। তিনি বলেন, رد قادیانیت کے زریں اصول কিতাবের প্রতিটি হাওয়ালার পিছনেই এমন অসংখ্য দাঁতভাঙ্গা জবাব লুকিয়ে আছে।

যোহরের পর যথারীতি দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। আসর পর পর্যন্ত প্রধান প্রশিক্ষক গৌরকপুরী হাফিযাহুল্লাহ দারস অব্যাহত রাখেন। বাদ আসর প্রশিক্ষণার্থীদের বিরতি প্রদান করা হয়।

বাদ মাগরিব কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী নাশিদের মাধ্যমে তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। দীর্ঘ দারস প্রদান করেন।

২য় দিন ২৪ রবিউল আউয়াল যথারীতি সকাল ৯ ঘটিকায় কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী নাশিদের মাধ্যমে ১ম অধিবেশন শুরু হয়। এরপর জামিআর সম্মানিত সদর ও প্রধান, শায়খ মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ কাদিয়ানি মতবাদের কিতাবাদির বিশদ পরিচিত পেশ করেন।

এরপর নসীহত পেশ করেন, উত্তরবঙ্গের প্রাচীন দীনী বিদ্যাপীঠ, জামিআ ইসলামিয়া কাসিমুল উলূম জামিল মাদরাসার শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম, হযরত আল্লামা ইয়াকুব বিন নাযীর চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ। তিনি

মোবাইলের ক্ষতি সম্বন্ধে ছাত্রদের সতর্ক করেন এবং বাতিল ফেরকা নিয়ে অধ্যয়ন ও উম্মাহকে সঠিক রাহনুমায়ীর প্রতি জোর তাকিদ পেশ করেন।

এরপর প্রধান প্রশিক্ষক হাফিযাহুল্লাহ আবার দারস প্রদান করেন। মাঝে সামান্য বিরতিনিয়ে যোহর পর্যন্ত দারস দান করেন।

যোহরের পর জামিল মাদরাসার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ সাহেব দা.বা. ফেতনায়ে মওদুদিয়্যাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

এরপর প্রধান মেহমান الانتباهات المفيدة في حل الاشتباهات الجديدة এর দরসের জন্য উপবিষ্ট হন এবং ইলমুল কালামের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। যাতে তিনি ইলমে কালামের গুরত্ব তুলে ধরে বলেন তিনি বলেন: এই ইলমুল কালাম যার কাছে থাকবে সে কখনো ঈমানহারা হবে না। যতো প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীনই হোক না কেন। তিনি বলেন: থানভী রহ . রচিত الانتباهات المفيدة في حل الاشتباهات الجديدة কিতাবটি তার সমস্ত ইলমের খোলাসা। আহলে ইলমের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এই ফনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দানের জন্য। অত:পর মুনাজাতের মাধ্যমে প্রাণবন্ত ও উদ্যমতায় পূর্ণ কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।